ঘটনা প্রবাহ

সাতদিন

৫ জুলাই : আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার ওপর হামলার হুমকি এসেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল এমপির বিরুদ্ধে ঢাকা ও নওগাঁয় পৃথক দুটি দুর্নীতির মামলা দায়ের করা হয়েছে।

৬ জুলাই : লক্ষ্মীপুরে ছাত্র শিবির নেতা মহসিন হত্যা মামলার রায়ে ৫ জনের মৃত্যুদন্ড ও ৭ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়েছে।

৭ জুলাই : মুন্সিগঞ্জের চাঞ্চল্যকর সুমন হত্যা মামলায় ৮ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

ভ্যাট আদায়ে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা বাতিল ও প্যাকেজ ভিত্তিক ভ্যাট প্রদানের দাবিতে রাজধানীতে ব্যবসায়ীরা প্রতিবাদ কর্মসূচি হিসেবে ১ ঘণ্টা দোকানপাট বন্ধ রাখে।

৮ জুলাই : দাতাগোষ্ঠীর পরামর্শে পিডিবিকে ভেঙে ডেসা গঠনের প্রায় ১৪ বছর পর আবার তাদের শর্তেই সরকার এই প্রতিষ্ঠানকে বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাজধানীর একটি আবাসিক হোটেল থেকে মায়ানমারের ১৮ জন নাগরিক এবং কক্সবাজারের তিন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

৯ জুলাই : কক্সবাজারের টেকনাফে পুলিশ ও ডাকাত দলের মধ্যে ৬ ঘণ্টাব্যাপী বন্দুকযুদ্ধে দুই পুলিশ কনস্টেবল ও এক ডাকাত নিহত হয়েছে।

১০ জুলাই : চট্টগ্রামে পাহাড় ধসের দুটি ঘটনায় ৩ জন নিহত ও ৫ ব্যক্তি আহত হয়েছে।

প্রায় সাড়ে ৭ বছর পর সরকার নতুন জাতীয় পে-কমিশন গঠন করেছে।

১১ জুলাই : শিল্প-শ্রমিক-কর্মচারী রক্ষা সমন্বয় পরিষদের আহ্বানে সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া হরতাল ছিলো শান্তিপূর্ণ।

সিলেট, সুনামগঞ্জ সুরমা নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রমের রেকর্ড। বন্যা পরিস্থিতির অবনতি।

১৫ লাখ বন্যার্তের পাশে দাঁড়ান

মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি, চোখে মুখে নিদারুণ উদ্বেগ, কাঁধ সমান পানি ঠেলে ৬ বছরের ছেলে সোহাগকে কাঁধে নিয়ে একটু উঁচু জায়গার খোঁজে এগিয়ে যাচ্ছেন আব্দুল মিয়া। সতর্কতার সঙ্গে পা টিপে টিপে এগুচ্ছেন যেন পানির স্রোত টেনে নিয়ে না যায়। আব্দুল মিয়ার ঘরবাড়ি তলিয়ে গেছে বন্যার পানিতে। সংসারের জিনিসপত্র বাঁচানো গেলেও বউ, ছেলেমেয়ে এবং গবাদি পশুগুলোকে বাঁচানোর জন্য উঁচু জায়গার দিকে ছুটছেন। কিন্তু কোথায় উঁচু জায়গা? মাইলের পর মাইল তলিয়ে গেছে পানিতে। খোদ সিলেট শহরেরই অর্ধেকের বেশি জায়গাই তলিয়ে গেছে। সিলেটের সুরমার পানি ১১ জুলাই গত ৪৪ বছরের রেকর্ড ভেঙে বিপদসীমার ৭৫ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। শুধু সিলেট নয়, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধার বিস্তীর্ণ এলাকা পানির নিচে। উত্তরাঞ্চলের বগুড়া, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর ও গাইবান্ধায় বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হচ্ছে। শুধু একজন-দু'জন আব্দুল মিয়া নয়, এসব অঞ্চলের প্রায় ১৫ লাখ মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। উত্তরের নদ-নদীর পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে ভাঙনের তীব্রতা। বন্যাদুর্গত এলাকায় বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণের অভাবে দুর্গতরা মানবেতর জীবন যাপন করছে।

দুর্গত এলাকায় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা কিছু কিছু ত্রাণ বিতরণ করেছে কিন্তু সরকারি বড় রকমের সাহায্য এখনো এসে পৌঁছেনি। অর্থমন্ত্রী সিলেট সদরের বন্যা দেখতে গিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন ঢাকা ফিরে

তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে ত্রাণের ব্যবস্থা করবেন। এতোদিন দুর্গতরা কি খাবেন? কি খাবেন?

আমাদের দেশে প্রতি বছরই ছোট বড় একাধিক বন্যা হয়। মুখে মুখে সরকার বন্যা প্রতিরোধের কথা বলে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। সরকারের বন্যা পূবার্ভাস এবং সতর্কীকরণ বিভাগ মান্ধাতা আমলের সিস্টেমে চলছে। বার বার বন্যার পূর্বাভাস দিতে তারা ভুল করছে। গত কয়েক দিন আগে এই বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী সংবাদ মাধ্যমকে বললেন, বড় ধরনের বন্যার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তার এক দিন পর সুরমা নদীর পানি গত ৪৪ বছরের রেকর্ড অতিক্রম করে বৃদ্ধি পেয়েছে।

> বন্যার পূর্বাভাস দিতে দেরি হওয়ায় দুর্গতরা যেমন পূর্ব প্রস্তুতি নিতে পারে না, তেমনি ত্রাণ তৎপরতা শুরু হতেও দেরি হয়। অনেক সময় দেয়া যায় ত্রাণ আসতে আসতে বন্যা শেষ হয়ে যায়। এ কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায়। এসব বিষয়ে আরো কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা জরুরি

এ বছর বর্ষা মৌসুম শুরুর আগেই সিলেট অঞ্চলে একটি আগাম বন্যা হানা দিয়েছিল কিন্তু তার পূর্বাভাস দিতে এরা ব্যর্থ হয়েছিল। এই বিভাগটিকে আধুনিক করা এখন অত্যন্ত জরুরি।

বন্যার পূর্বাভাস দিতে দেরি হওয়ায় দুর্গতরা যেমন পূর্ব প্রস্তুতি নিতে পারে না, তেমনি ত্রাণ তৎপরতা শুরু হতেও দেরি হয়। অনেক সময় দেয়া যায় ত্রাণ আসতে আসতে বন্যা শেষ হয়ে যায়। এ কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায়। এসব বিষয়ে আরো কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা জরুরি। সে যাই হোক আর সময় ক্ষেপণ না করে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান। ওদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রয়োজন খাদ্য এবং বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করুন।

বদরুল আলম নাবিল

সন্ত্রাস, একটি মৃত্যু এবং
পঞ্চায়েত

লিখেছেন **পারভীন তানী**

পুরান ঢাকার নারিন্দা এলাকা। শাহ সাহেব লেন। লেনটি ছোট ছোট মোড় এবং গলিতে ভরা, ঘিঞ্জি মহল্লা। এই লেনের ওপর দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর মানুষের যাতায়াত। নারিন্দার অন্যান্য লেনে যেতে হলে শাহ সাহেব লেনের ওপর দিয়ে যেতে হয় অনেক সময়। লেনের একটা মোড়ে নিয়মিত ঘটতো ছিনতাইয়ের ঘটনা। প্রতিদিনই যেকোনো সময় হতো ছিনতাই। স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে বেড়াতে আসা আত্মীয়স্বজনকেও তাদের সর্বস্ব দিয়ে আসতে হতো ছিনতাইকারীর কাছে। লেনের ওপর চলতো প্রকাশ্যে ফেনসিডিল বেচাকেনা। সন্ধ্যা হলেই দেখা যেতো গলির মোড়ে পাড়ার যুবকরা ফেনসিডিলের বোতল খুলে খাচ্ছে। এলাকায় বসবাসকারীদের আত্মীয়স্বজন বেড়াতে আসতে ভয় পেতো। থানাও কোনো সহযোগিতা করতো না। এই ছিল শাহ সাহেব লেনের নিত্যদিনের পরিস্থিতি।

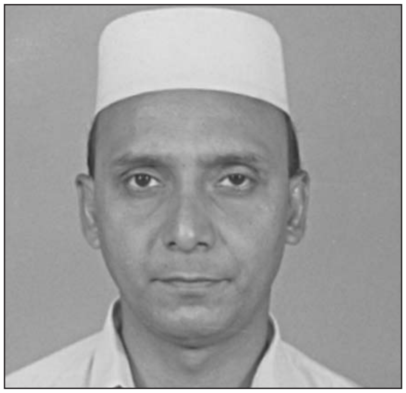
নিহত পারভেজ

এটা ছিল ৩-৪ বছর আগের চিত্র। সে সময় এখানকার স্থানীয় বাসিন্দা কাজী পারভেজ আহমেদ তৎপর হয়ে উঠলেন এ পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর জন্য। তিনি জানতেন, এলাকার বেশির ভাগ মানুষই ভালো। খারাপ লোকের সংখ্যা অল্প। আর এই ভালো মানুষগুলো যদি সংগঠিত হয় তাহলে অল্পসংখ্যক খারাপ লোক কোণঠাসা হয়ে যাবে। এ ধারণা নিয়ে তিনি সবাইকে বললেন, অপরাধ ঠেকাতে হবে। অন্যরাও এগিয়ে এলেন তার প্রস্তাবে। এখান থেকেই শুরু হয় পঞ্চায়েত ধারণা। পাড়ার মুরব্বিদের নিয়ে গঠন করা হয় নারিন্দা সম্মিলিত পঞ্চায়েত পরিষদ। পঞ্চায়েতের মূল কাজ- কিভাবে অপরাধ দমন হবে, কি কি পদক্ষেপ নিলে মানুষ শান্তিতে থাকবে।

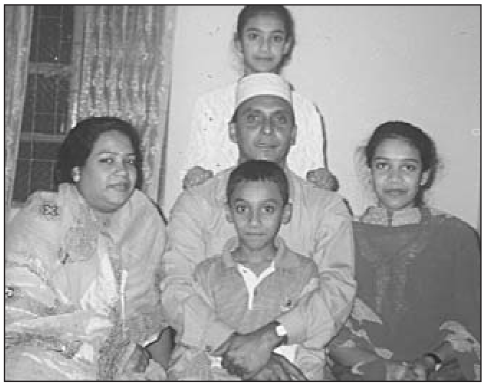
নিহত পারভেজ ও তার পরিবার

শুধু শাহ সাহেব লেন নয়, নারিন্দার

অনারারি ক্যাপ্টেন ওহাবের স্মরণসভা

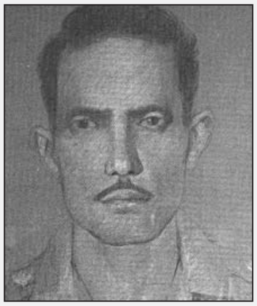

মুক্তিযুদ্ধের ২ নং সেক্টরের অসম সাহসী বীর প্রয়াত অনারারি ক্যাপ্টেন ওহাব বীর বিক্রমের স্মরণসভা আগামী ১৭ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে। বিকেল ৫টায় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন শিল্পী মুস্তফা মনোয়ার, মেজর জেনারেল (অবঃ) আমিন আহম্মদ চৌধুরী, সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী, মেজর জেনারেল জামিলউদ দীন আহসান, অনারারি ক্যাপ্টেন তোফাজ্জেল হোসেন পাটোয়ারী এবং প্রথম আলোর উপ-সম্পাদক আনিসুল হক।

অন্যান্য এলাকারও একই অবস্থা ছিল। অপরাধ দমনে পঞ্চায়েতের সদস্যরা ঘন ঘন মিটিং করে। মিটিংয়ের উদ্দেশ্য সবাইকে জানানো, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এলাকার বাসিন্দাদের একত্র হওয়া। এখানেই সদস্যরা জেনে নেয় কোথায় কি ঘটনা ঘটছে। সদস্যরা প্রথম প্রথম লুকিয়ে থেকে ছিনতাইকারীদের লক্ষ্য রাখতো। সুযোগ বুঝে তাদের ধরা হতো। যেসব স্থানে প্রকাশ্যে মাদকদ্রব্য বেচাকেনা হতো সেখানে তারা দলবেঁধে চলাফেরা করতো। একসঙ্গে এতো মানুষ দেখে সন্ত্রাসীরা সরে যেতে থাকে। আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকে ছিনতাই, বন্ধ হয় প্রকাশ্যে মাদকদ্রব্য বেচাকেনা। পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেদের দেখে বোঝা যায় না কে ভালো কে খারাপ। কিন্তু পঞ্চায়েতের এই কাজে দেখা যায়, খারাপ যারা তারা ক্রমে সরে যাচ্ছে এবং ভালোরা তাদের দলে আসছে।

বছর আগে নারিন্দা ৭৬ নং ওয়ার্ডের যে চিত্র ছিল তা আজ অনেকটা বদলে গেছে। এই পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মানুষ সম্মিলিত হয়ে সমস্যার সমাধান করছে।

৭৬ নং ওয়ার্ডের মোট ভোটার ১৩ হাজার। নারিন্দার ৯টি মহল্লা নিয়ে নারিন্দা সম্মিলিত পঞ্চায়েত পরিষদ গঠিত। এই ৯টি মহল্লা হলো- শাহ সাহেব লেন, নারিন্দা লেন, বসুবাজার লেন, গুরুদাস সরকার লেন, মনির হোসেন লেন, ঋষিপাড়া, শরৎগুপ্ত রোড (পূর্ব ও পশ্চিম), ভগবত সাহা ও শঙ্খনীধি রোড। প্রতিটি লেনে একজন করে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি আছে। মূল কমিটির সঙ্গে জড়িত আছে ৪৫ জন। কমিটির বয়স ৩ বছর হলেও এর মূল সফলতা আসে গত এক বছরে। এ প্রসঙ্গে পঞ্চায়েতের সভাপতি মোঃ মহসীন গাজী সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা এখানে সার্থক। আমরা এ পথটা বন্ধ করতে পেরেছি। আগে প্রকাশ্যে প্রতিদিন প্রায় এক থেকে দেড় লাখ টাকার মাদকদ্রব্য বেচাকেনা হতো এখানে। এখন যা হচ্ছে তা আড়ালে। এক লাখ টাকার ব্যবসা হুট করে বন্ধ করে দেয়া যায় না। ফলে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি।' অপরাধ কমানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে এলাকাবাসী।

অপরাধ দমন ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে পঞ্চায়েত জড়িত। পঞ্চায়েতের হস্তক্ষেপে মীমাংসা হয় সম্পত্তিগত বিরোধের। সৃষ্টি হয়েছে রেড ক্রিসেন্টের মতো রক্তদান কর্মসূচি। এ প্রসঙ্গে পঞ্চায়েতের সিনিয়র সহ-সভাপতি আজিজুল হক ফরহাদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা সামাজিক আন্দোলনে 'ব্লাড গ্রুপিং' সংগঠনের আয়োজন করি। এখানে জানা যায় দুর্লভ রক্তের গ্রুপ সম্পর্কে। পরবর্তীতে প্রয়োজনের সময় আমরা অনায়াসে যোগান দিতে পারি রক্ত। তবে এ ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতকে অবশ্যই ব্যাপারটি জানাতে হবে।' এলাকার পানি সংকটের সময় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তে সরকারিভাবে পানির পাম্প বসানো, জমি নিয়ে বিরোধ ইত্যাদির সমাধানে এগিয়ে আসে পঞ্চায়েত। এখানে মানুষ চাঁদা না দিয়েই বাড়ি তৈরি করতে পারে। আর এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সেন্ট গ্রেগরি স্কুলের শিক্ষক নীল উৎপল সরকার। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'কিছুদিন আগে আমার বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করি। সেখানে আমাকে এক পয়সাও চাঁদা দিতে হয়নি।' তিনি জানান, 'সমাজের মানুষের কাছে তাদের এই পঞ্চায়েত প্রথা একটা মাইলফলক হতে পারে। এলাকার যেকোনো সমস্যায় সবাই পঞ্চায়েতের সাহায্য নেয়। এর ফলে মানুষ সম্মিলিতভাবে কাজ করার আত্মবিশ্বাস পায়। এই আত্মবিশ্বাস খারাপ মানুষের সংখ্যা কমিয়ে দেয়।

শুরুতেই বলা হয়েছে কাজী পারভেজ আহমেদের কথা, যার উদ্যোগে শুরু হয় পঞ্চায়েত, যার অক্লান্ত পরিশ্রমে সফলতা পেতে থাকে এই কার্যক্রম। পারভেজ খুন হন ৫ জুন। পঞ্চায়েত গঠনই পারভেজ খুনের প্রধান কারণ বলে মনে করেন সদস্যরা। মূলত পারভেজই ছিলেন পঞ্চায়েতের প্রাণ। তার একান্ত প্রচেষ্টাতেই বন্ধ হয়েছে অপরাধমূলক কাজ।

পারভেজ ছিলেন পেশায় কাজী। মানুষের বিয়ে পড়ানোর কাজই ছিল তার একমাত্র পেশা। তার তিন সন্তানের মধ্যে মেয়ে দুটি বড়। সংসারে তিনিই ছিলেন একমাত্র আয়ের উৎস। পারভেজের ছোট ছেলেটি এখনো বোঝেনি সে বাবাকে হারিয়েছে। পঞ্চায়েতের সঙ্গে ওয়ার্ড কমিশনারের সুসম্পর্ক থাকার কারণে কমিশনারের সহায়তায় পঞ্চায়েত কমিটি মেয়ে বুশরা এবং নাবিলাকে বিনা বেতনে পড়ানোর জন্য স্কুলে আবেদন করে। পারভেজের স্ত্রী মমতাজ বেগম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'যে মানুষ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মানুষকে সাহায্য করতো, আজ তার পরিবারকে পঞ্চায়েতের সাহায্যে চলতে হচ্ছে। মানুষটাকে আর পাব না। কিন্তু ঠিকমতো বিচার হলে এতোটুকু ভেবে শান্তি পাব- একটা ভালো কাজে তার মৃত্যু হয়েছে।'

পারভেজের মৃত্যু যতটুকু কষ্টের, তারচেয়ে বেশি গৌরবের বলে মনে করে তার পরিবার ও এলাকাবাসী। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ মারা যায়। কিন্তু ভালো কাজের জন্য মারা যায় খুব কম মানুষ। এই মৃত্যুর পর অন্য সদস্যরা নিজেদের প্রাণনাশের আশঙ্কা নিয়েই চালিয়ে যাচ্ছেন পঞ্চায়েতের কাজ। হয়তো পারভেজের রক্তই আরো প্রেরণা দিয়েছে পঞ্চায়েতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। ঢাকার মতো আধুনিক শহরে পঞ্চায়েতের উদ্যোগ একটি অন্যরকম সৃষ্টি। প্রত্যেকে যদি নিজের এলাকায় এরকম প্রথা গড়ে তোলেন তাহলে তা যেমন নিজের, তেমনি সরকারেরও সাহায্য হবে। সূত্রাপুর থানার ওসি আউলাদ হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'থানার একার পক্ষে সব কাজ চালানো অনেক সময় সম্ভব হয় না। ফলে এ সমস্ত সামাজিক উদ্যোগ নেয়া ভালো।'

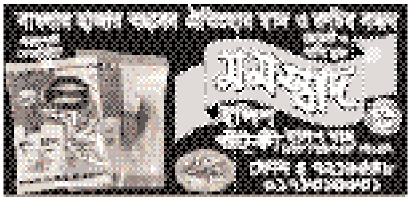

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে। প্রতি কেজি ১৭০ টাকা।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম

ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪

চট্টগ্রামে র‍্যাব

Awfhv‡bi ïi“‡ZB c‡ki gL

লিখেছেন **সুমি খান**, চট্টগ্রাম থেকে

চট্টগ্রামে সিভিল ড্রেসে র‍্যাব সদস্যরা অভিযানে নেমেছেন। তবে র‍্যাবের অভিযান শুরুতেই সমালোচনার মুখে। র‍্যাব সদস্যের নামে চলছে অবাধে চাঁদাবাজি। এ বিষয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে কথা বলেন র‍্যাব-৭ প্রধান লে. কর্নেল কাজী ইমদাদুল হক। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, বিডিআর, আনসার এবং পুলিশের যৌথ বাহিনী র‍্যাব চট্টগ্রামে ৭ এপ্রিল ২০০৪ থেকে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে র‍্যাব-৭-এর সদস্য সংখ্যা ৬৮৮। এর মধ্যে সেনাবাহিনী এবং পুলিশ সদস্যের সংখ্যা সমান, অন্য বাহিনীর সদস্য সংখ্যা কিছু কম। গত ১৫ মে থেকে কিছু কিছু অভিযান শুরু করেছে র‍্যাব সদস্যরা, হয়েছে সমালোচিত।

র‍্যাবের কার্যক্রম ৩ মাস ধরে চললেও এখনো তাদের পোশাক এসে পৌঁছেনি। সিভিল ড্রেসে র‍্যাব কার্যক্রম চাঁদাবাজির দায়ে অভিযুক্ত হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই যেন এ সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে! স্বীকার করলেন লে. কর্নেল কাজী ইমদাদুল হক। তবে তিনি আশা করেন, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে র‍্যাবের পোশাক এসে পৌঁছাবে। তিনি বলেন, 'আমরা সিভিল ড্রেসেই অভিযানে যাই। কিছু র‍্যাব জ্যাকেট আছে। তবে ইউনিফর্ম এলে সাধারণের মধ্যে র‍্যাব সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা বাড়বে।'

'র‍্যাবের মূল কাজ সন্ত্রাস দমন, চাঁদাবাজি বন্ধ করা। আমরা এখনো সেভাবে মূল কাজে অগ্রসর হতে পারিনি'- অকপট স্বীকারোক্তি লে. কর্নেল কাজী ইমদাদুল হকের।

এর মধ্যে ৪০ জন সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হয়েছে। ২টি বিদেশী পিস্তল, ১টি শটগান, ১টি এলপিপিএল সিঙ্গেল ব্যারেল গান (বাঘ, হরিণ শিকারে সাধারণত ব্যবহার হয়), ২টি এলজিসহ প্রচুর গোলাবারুদ, ৫ লাখ টাকার ফেনসিডিল এবং ১৫ লাখ টাকার নিষিদ্ধ ওষুধ উদ্ধার হয়েছে বলে জানান লে. কর্নেল ইমদাদ। তার মতে, পুরো চট্টগ্রামের কোথাও এতো অস্ত্র একসঙ্গে উদ্ধার কোনো থানার পুলিশ দেখাতে পারেনি।

নগরীর খুলশী এলাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী বিড়ি বাবু সম্প্রতি র‍্যাবের অভিযানে আটক হয়। এর আগে যতোবার এই শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হয়েছে, ততোবার জামিন নিয়েছে খুলশী

ল্যাবরেটরি না থাকায় চিংড়ি চাষীরা বিপাকে

১০০ কোটি টাকার ক্ষতি

চিংড়ি রপ্তানি করে সরকার কোটি কোটি টাকা উপার্জন করলেও এ মাছের রোগ নির্ণয় ও ভাইরাসজনিত সমস্যা সমাধান করতে পারছেন না বাগেরহাটের বারুইপাড়ার চিংড়ি চাষীরা। যে কারণে ছোট কুয়েত খ্যাত এখানকার চাষীদের এ মৌসুমেই এ পর্যন্ত অন্তত একশ' কোটি টাকার চিংড়ি মাছ মারা গেছে। যা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৬ হাজার চাষী। প্রায় ৮০ ভাগ খামারের চিংড়ি হয়ে পড়েছে ভাইরাস আক্রান্ত। যে কারণে অন্তত ১৯টি গ্রামের মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। মাছের রোগ নিরাময় করতে না পারলে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কায়ও ভুগছেন।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, বাগেরহাট জেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নে প্রায় ৬ হাজার বর্গ একরের একটি বিশাল বিল রয়েছে। যা একসময় হাজা-মজা ও অব্যবহৃতই থাকতো। অথচ ঐ বিল থেকেই এখন শত শত কোটি টাকা আয় হচ্ছে। বারুইপাড়া ইউনিয়নের ভট্টপ্রতাপ, সোতাল, গোপালখালী, চিন্তির ঘোর, কাদুরপুরা, উজ্জ্বলপুর, সাহেবার, আড়পাড়া, পারকুর শাইল, কুরশাইলসহ ১৯টি গ্রামের মাছ চাষীরা এখন সোনা ফলাচ্ছেন। প্রতি বছর ঐ বিলে উৎপন্ন হচ্ছে ১ লক্ষ মন চিংড়ি মাছ। যা থেকে আয় হচ্ছে ২শ' কোটি টাকা। অথচ এ বছর ইতিমধ্যেই একশ কোটি টাকার মাছ মরে গেছে। ঘেরে যে মাছ রয়েছে তারও অন্তত ৮০ ভাগ ভাইরাসে আক্রান্ত। ফলে এবার চাষীদের যে কী পরিমাণ ক্ষতি হবে তা নিয়ে তারা চরম উৎকণ্ঠিত। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ১৯৮০ সাল থেকে বাগেরহাটের এই বিলটিতে বাগদা চিংড়ির চাষ শুরু হয়। ২৪ বছরে অনেক পরিশ্রম করে মাছ চাষীরা ব্যাপক সাফল্যও পান। বারুইপাড়া পরিচিতি পায় ছোট কুয়েত হিসেবে। অথচ যার জন্য এতো কিছু সেই চিংড়ি চাষের আধুনিক কোনো সুযোগ-সুবিধাই পাচ্ছেন না এখানকার মাছ চাষীরা। শুধু একটি ল্যাবরেটরির অভাবে প্রতি বছর হোয়াইট স্পটসহ অজ্ঞাত রোগে মারা যাচ্ছে কোটি কোটি টাকার মাছ। মাটি, পানি এবং রোগ পরীক্ষা করতে না পারায় চাষীরা অসহায়ের মতো গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেক দেন দরবার করেও এখানকার চাষীরা বারুইপাড়ায় একটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করাতে পারেননি।

স্থানীয় এক সাংবাদিকের মধ্যস্থতায় বারুইপাড়া চিংড়ি চাষী কল্যাণ সমিতির আহ্বায়ক আকবর আজাদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ বছর ইতিমধ্যে অন্তত একশ কোটি টাকার চিংড়ি মারা গেছে। বর্তমানে খামারগুলোতে যে মাছ রয়েছে তারও অন্তত ৮০ ভাগ ভাইরাসে আক্রান্ত। ঐ মাছও যদি মারা যায় তাহলে ক্ষতির পরিমাণ আরো প্রায় ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এ অবস্থা হলে এখানকার অন্তত ৬ হাজার চাষী সর্বস্বান্ত হয়ে যাবেন'। তিনি বলেন, 'এমনিতেই এবার চিংড়ির মূল্য কম। অথচ খরচ বেশি। বর্তমানে প্রতিমণ বাগদা চিংড়ি বিক্রি হচ্ছে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকায়। অথচ এর পেছনে খরচ হয়ে যায় ৪৫০০ থেকে ৪৮০০ টাকা । এরপরও চাষীরা পুরনো এ পেশাটি ধরে রেখেছেন সুদিনের আশায়। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েও তারা চাষ করছেন। অথচ শুধু ল্যাবরেটরির অভাবে তাদের সবকিছু মাটি হয়ে যাচ্ছে'। তিনি বলেন, 'গত বছর বারুইপাড়া অঞ্চলে প্রায় ১ লাখ মণ চিংড়ি উৎপন্ন হয়েছিল। ৩ স্তরে এসব মাছের মূল্য নির্ধারণ হয়ে থাকে। প্রতিমণ মাছ ৫ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। কিন্তু এবার ১০ থেকে ২০ ভাগ মাছও উৎপন্ন হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।' তিনি থাইল্যান্ডের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বলেন', 'এক সময় ভাইরাসজনিত কারণে সেখানকার চিংড়ি চাষীরাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু সে দেশের সরকার ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করায় ভাইরাসের প্রকোপ বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে থাইল্যান্ড বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চিংড়ি উৎপাদনকারী দেশ। অথচ আমাদের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না। ভাইরাসের কারণে অনেক চাষী পুঁজিও হারিয়ে ফেলেছেন। অথচ একটি ল্যাবরেটরি থাকলে এর প্রসার আরো বৃদ্ধি পেত। যা থেকে লাভবান হতো দেশ ও জাতি'। তিনি বলেন, 'আমরা ব্যাংক ঋণের সুদ মওকুফ চাই না। চাই বাগেরহাটের পানি-মাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাগার। তাহলেই আমরা পরিশ্রম করে ব্যাংক ঋণ শোধ করেও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবো। পরীক্ষাগার না থাকায় মাছের আকারও ছোট হয়ে আসছে। প্রথম প্রথম ১৫-১৬টি চিংড়িতে কেজি পুরে যেত। এ মাছের দামও পাওয়া যেত ভাল। প্রতিমণ চিংড়ি বিক্রি হতো ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকায়। আর এখন ৬০ থেকে ৭০টি মাছে কেজি পুরছে না। এর মূল্যও মণপ্রতি নেমে এসেছে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকায়।' এভাবে চলতে থাকলে বারুইপাড়া এলাকায় চিংড়ি চাষ হয়তো একদিন বন্ধ হয়ে যাবে। আর তাহলে বেকার হয়ে পড়বে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হাজার হাজার মানুষ। তিনি বৃহত্তর স্বার্থে এ ব্যাপারে সুদৃষ্টি দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

মামুন রহমান, যশোর থেকে

যুবদলের সাধারণ সম্পাদক পাঁচ হত্যা মামলার আসামি শফিকুর রহমান স্বপন। এবার জেলে চালান দেয়া হয়েছে। আবার যদি বিড়ি বাবুর জামিন নিয়ে এই বিএনপি-যুবদল নেতারা তাকে মুক্ত করে সন্ত্রস্ত করে তোলে জনগণকে? এ প্রশ্নের জবাবে র‍্যাব প্রধান লে. কর্নেল ইমদাদ বললেন, 'তাকে ছাড়িয়ে নেয়া হলে আবার ধরবো। এরপর মৃত ঘোষণা করা হবে।'

বিড়ি বাবু, ফরিদ্যাসহ যে ক'জন শীর্ষ সন্ত্রাসী আটক হয়েছে- সবার জন্যই এ বক্তব্য বললেন র‍্যাব প্রধান। 'শীর্ষ সন্ত্রাসীদের আলাদা তালিকা আছে আমাদের কাছে। সে অনুযায়ী স্বাধীনভাবে আমরা এগুচ্ছি' -বললেন লে. কর্নেল কাজী ইমদাদ।

র‍্যাব-৭-এর পর্যবেক্ষণে চট্টগ্রাম আন্ডারওয়ার্ল্ড, চোরাচালানকৃত পণ্য, বড় বড় অস্ত্রের চালানের ট্রানজিট। তবে কিছু তথ্য হাতে এলেও এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত তথ্য র‍্যাব-৭ পায়নি বলে জানালেন র‍্যাব প্রধান। তিনি বললেন, সোনা চোরাচালান, বিভিন্ন রকমের ব্যবসায়িক পণ্য চোরাচালান এবং বড় বড় অস্ত্রের চোরাচালানের ট্রানজিট চট্টগ্রাম- এটা সত্য, সবাই জানে, আমরাও জানি। তবে এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ৯০% শতাংশ ডেড ইনফরমেশন। খুব লাভ হয় না। যে কারণে আমাদের অনেক তথ্যের প্রয়োজন। আমরা সবার সহযোগিতা চাই এক্ষেত্রে। তিনি বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির পরিবর্তন জরুরি বলে মন্তব্য করেন।

'র‍্যাব স্থায়ী। অভিযান অব্যাহত থাকবে। জনগণের সহযোগিতা করতে হবে। তবে সাংবাদিকদের অসত্য, বিকৃত তথ্য উপস্থাপন আমাদের Demoralize করে দেয়। সন্ত্রাস বন্ধের দাবি সবার। চাঁদাবাজি এখনো অব্যাহত। সন্ত্রাসীরা আমাদের ভয়ে দৌড়ের ওপর আছে। আমরা অব্যাহত অভিযানে সন্ত্রাস দমন এবং চাঁদাবাজি বন্ধের চেষ্টা চালিয়ে যাবো।' -বললেন র‍্যাব প্রধান লে. কর্নেল ইমদাদুল। তিনি আরো বলেন, 'সন্ধ্যা হলে আমি নিজেও নিরাপদ মনে করি না রাস্তায় বেরুতে। অথচ প্রতিবেশী দেশগুলোতেও মধ্যরাত, শেষরাত পর্যন্ত সাধারণ জনগণের জন্য রাজপথ নিরাপদ থাকে।' এ পরিস্থিতির উন্নতি জরুরি বলে তিনি স্বীকার করেন।

চট্টগ্রাম স্টিল মিলের বিশাল এলাকা পরিত্যক্ত পড়ে রয়েছে। এখানেই প্রায় ৭০০ সদস্য নিয়ে র‍্যাব-৭ কর্মকর্তারা অবস্থান করছেন। স্বাধীন তৎপরতায় র‍্যাবের অব্যাহত অভিযান বদলে দিতে পারে চট্টগ্রাম মহানগরীসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের বর্তমান চিত্র- যেখানে প্রতি মুহূর্তে ছিনতাই, অপহরণ, চাঁদাবাজি অথবা সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন প্রতিটি নাগরিক।

অভিমত

আমাদের জলাশয়ে এ কোন ডোবার ব্যাঙ

অজয় দাশগুপ্ত *সিডনি থেকে*

আমাদের রাজনীতির জলাশয়ে কচুরিপানার অভাব নেই। পঁচাত্তর-পরবর্তী রাজনীতি এটিকে ডোবায় পরিণত করেছে। এ পুকুরে বেড়ে ওঠা শামুক, কচুরিপানা, ব্যাঙ সবাই নিজেকে কুমির মনে করে। ডোবার ব্যাঙ পল্লি বাংলায় সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ভাবে সে দুনিয়ার মাতবর। এ ব্যাঙের পিতা, পিতামহও ছিলেন কোনা ব্যাঙ। অন্যের পদপ্রান্তে বিশেষত বাংলার দুশমনের পায়ে লুটিয়ে পড়তে এদের জুড়ি ছিল না। জলাশয়টি একবার মাত্র সম্পূর্ণ সাফ করা গিয়েছিল। তাও কেবল জল বা পানিতে নয়। রক্তের স্রোতধারায়। হাজার হাজার মানুষের রক্ত আর রমণীর অশ্রুজলে ধৌত সে পুকুরে তখন আনন্দের শাপলা ফুটেছিল। আলোর অমল কমল দেখে ভীত এসব আঁধারের জীবরা গিয়ে ঢুকেছিল গর্তে। ইতিহাসের ধারায় পিছিয়ে যাওয়া আমাদের জাতিসত্তার মরচেপড়া চেতনার পথ দিয়ে এদের উত্থান। আজ এরা উদর স্ফীত করে নিজেকে কুমির হিসেবে পরিচয় দিতে চাইছে।

ডোবার বাইরে দুনিয়া কত বিরাট সে জানবে কিভাবে? জানার খায়েশ তাই ভালোভাবেই মিটেছে। ব্যাঙ ভাবে আমি যা অন্যরাও তা। ফলে ধর্মীয় পরিচয়ে ব্যাঙ ব্যাঙ, ভাই ভাই। কিন্তু আসলে কি তাই? প্রজাতিগতভাবে এক বলে বাঘ ও বেড়াল কি ভাই ভাই? তাছাড়া আলোকিত মানুষ বা প্রাণী অন্ধকার থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা অদ্ভুত জীবকে কেন আত্মীয় মনে করবে? যার ভাষা অশালীন, পোশাক মধ্যযুগীয় আর আচরণে বর্বরতা, তাকে বুকে টেনে নেয়নি তারা। এতে ক্ষুব্ধ, অশান্ত, অস্থির, পরাজিত ব্যাঙের গোস্বা হয়েছে। এতোটাই যে অন্যের 'লিঙ্গ' নিয়ে বিচলিত হয়ে উঠেছে সে। আন্তর্জাতিক জলাশয়ে যিনি মাতবর বনতে চান, তিনি কি করে স্বজাতির নিম্নাঙ্গের প্রতি এতোটা কৌতূহলী?

এটাও তার অভ্যাসের অঙ্গ। বিধর্মী বা ভিন্নধর্মীদের প্রতি কটূক্তি তো সামান্য ব্যাপার। এদের জান নিয়েও খেলছে ব্যাঙ। সাজা হয়নি। ধার্মিক, নিষ্ঠাবান, দানবীর 'সিংহ'কে হত্যা করেছে সামান্য 'ব্যাঙ'-এ তো ঘোর কলিযুগ। সিংহের জান ব্যাঙের হাতে এবং সাজার বদলে ব্যাঙ হয় পুরস্কৃত।

মেয়ের অভিভাবকরা লক্ষ্য করুন:
সুইডেনে নাগরিকপ্রাপ্ত ছেলে (৪৩)-এর জন্য
যৌতুকবিহীন রুচিবান ধার্মিক মেয়ে চাই।
গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। মেয়ে নিজে
অথবা অভিভাবকগণ সত্বর লিখুন। ছেলে
বর্তমানে ঢাকায়। বিজ্ঞাপনদাতা,
জিপিও বক্স নং- ২৭৬৪, ঢাকা

সে ব্যাঙ যে ধরাকে সরাজ্ঞান করবে এতে আশ্চর্যের কি। ব্যাঙের দোস্তরাও কম যায় না। আমাদের জানী দুশমন, বিপাকইরা তার সঙ্গী। এদের আন্তর্জাতিক পরিচয় আরো করুণ, সেনা মশাই এদের শাসনকর্তা। দেশে-বিদেশে ড্রাগ আর অস্ত্রের জন্য এদের জনগণ চেহারা দেখাতে ভয় পায়। কথায় কথায় জেহাদের নামে মাতোয়ারা। আমাদের ব্যাঙটি এদের সাঙ্গাত। প্রভু আর সাঙ্গাত বহু চেষ্টা করেও কূলে তরী ভেড়াতে পারেনি। দুনিয়া যে বদলে গেছে। কোনো সুস্থ জলাশয়ের প্রাণী হঠাৎ জোশ বা কথিত জেহাদে বিশ্বাসী নয়। তারা চায় শান্তি। পরাজিত ব্যাঙ তা বুঝেছে। ফলে তার আক্রোশ গিয়ে পড়েছে নিরীহ ‘হিন্দু’ ব্যাঙ আর সর্বপ্রিয় নেত্রীর ওপর। নেত্রীর অপরাধ তার পিতা এ জলাশয়ের শুদ্ধতার প্রতীক। নিজের জীবনও দিয়েছেন তিনি। তাছাড়া গ্রামবাংলার প্রতীক নৌকা এদের জয়ের হাতিয়ার। নৌকার কথা উঠলো এ কারণে, ব্যাঙটির ভাষা মতে, নৌকা নাকি মা কালীর জিহ্বা। এ জাতীয় কথা বলে নির্বাচনের পূর্বে খোলা গরম করে ব্যাঙ। কেউ কিছু বলে না। ভাবে, যদি ভোট কমে যায়! ভোট যে কি কমে আর বাড়ে তা তো এখন চাক্ষুষই। মুশকিল হলো, ব্যাঙের স্পর্ধা বেড়ে এখন তা আকাশচুম্বী।

আমাদের জলাশয়ে সমস্যার অন্ত নেই। এখানকার অস্থির পরিবেশে শিশু বা তরুণরা বাড়তে পারছে না। প্রতিদিন বড় মাছগুলো ছোট মাছ ধরে খায়। হাঙ্গর, কুমিরের নতুন নাম নতুন পরিচয়ে দিশেহারা জলাশয়। গালকাটা কুমির, হাত ছিলা হাঙ্গর, পা কাটা কাছিমের উৎপাতে এর রক্ষক পুলিশরাও তটস্থ। এর মধ্যে এ কোন উৎপাত?

কে ভোটে হারবে কে জিতবে তার মাশুল দিতে হবে সবাইকে? দেশকে নতুন দ্বন্দ্ব আর ঝগড়ার মুখে ফেলে ব্যাঙ কি করতে চায়? অস্থিতিশীলতা এদের মজ্জাগত। ‘বাংলাদেশ’ এ নামটি এদের না-পছন্দ। এর অবসান না হওয়া পর্যন্ত ব্যাঙ থামতে চায় না। গলা ফোলায়, বোম ছোঁড়ে, মাঝে মাঝে নোংরা কথা ছাড়ে। এখন সে পরিপূর্ণ সাম্প্রদায়িক। শুনে সে গল্পটি মনে পড়ে, একদা এক বেড়ালকে শায়েস্তা করতে গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। উল্লসিত কুকুরছানা তা দেখে বললো, ‘একি ভায়া! একি অবস্থা তোমার, কোথায় চলেছো?’ সুরে, সুরে উত্তর দেয় বেড়াল, ‘মাছ খাই না, গোশত খাই না ধর্মে দিচ্ছি মন/ তুলসী মালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন।’ গলায় দড়ি পড়লেও এরা জনগণকে বোঝাবে তা হলো তুলসী মালা।

পরাজয়ের মূল কারণ জেনেও ব্যাঙ দৃষ্টি অন্যদিকে সরাচ্ছে। মূলত, তার জিঘাংসা, হিংসা, উন্মত্ত চরিত্র, অশালীন কথাবার্তা আর যে দেশের হয়ে লড়াই করছে তার বিপরীত মেরুতে অবস্থানই ভরাডুবির কারণ। কিন্তু নাফরমান কি বেইমানী স্বীকার করে? সেও করে না। তাছাড়া এ জলাশয়ের একটি স্বভাব কেউ এর মর্মে আঘাত করলেই জল হয়ে ওঠে রক্তকণিকা। অদ্ভুত স্বভাব এর বাসিন্দাদের। তারা চুপ থাকতে থাকতে এমন গর্জে ওঠে যে, ব্যাঙের পিতামহ পর্যন্ত পালায়। তাই ভয়ের কিছু নেই। শুধু প্রশ্ন জাগে- এ ব্যাঙটি আরো ছানা-পোনার জন্ম দিচ্ছে না তো? আমাদের জলাশয়টি ইতিহাস- সমৃদ্ধ। তার বিস্তার, তার জলে অন্যদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এ ব্যাঙ এবং তার সঙ্গীদের আস্ফালনে পানিতে বুদবুদ উঠে সব এলোমেলো হয়ে যায়।

আধুনিক বিশ্ব অন্ধ, অনুদার, উগ্রতা সহ্য করছে না। ফলে তার পরাজয় অনিবার্য। শুধু প্রশ্ন, কখন? আমাদের দেশ আমাদের মা, তার ওপর চেপে বসা এমন শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া নৈতিক কর্তব্যও বটে। মজার কথা, এই ডোবার ব্যাঙের উৎপাতের বিরুদ্ধে বিদেশে বসেও লিখতে হচ্ছে। তবে এটাই শেষ কথা নয়। আগামী লেখায় আমাদের তরুণ, যুবা, অভিজ্ঞ নাগরিকদের উদ্ভাস আর দেশ-বিদেশের মেলবন্ধনই হবে বিষয়।

যাতে আমাদের জলাশয়টি নতুন শাপলার মতো দুনিয়া আলো করে ফুটতে পারে।

সাংবাদিকদের মৃত্যুবার্তা

দেশের সাংবাদিকরা ক্রমেই নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে। সংবাদ প্রকাশের জন্য সাংবাদিককে প্রাণ দিতে হচ্ছে। টেলিফোনে হুমকি-হামলার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। সম্প্রতি বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মাধ্যমে সাংবাদিকদের বাড়ি ও অফিসে কাফনের কাপড় পাঠিয়ে দিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকার হুমকি দিচ্ছে।

সম্প্রতি ঢাকা ও সিলেটের ১৭ জন সাংবাদিকের নামে মৃত্যুবার্তা পাঠানো হয়েছে। পৃথক ডাকযোগে পাঠানো চিঠিতে আগামী এক মাসের মধ্যে তাদের হত্যা করা হবে বলে হুমকি দিয়ে মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। ‘সাবধান’ মৃত্যু পরোয়ানা শিরোনামে চিঠিতে লেখা হয়েছে, ব্রিটিশ হাইকমিশনার, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, মেয়র কামরান ও মাজারভক্ত সাংবাদিকবৃন্দ তোমরা ইসলামের শত্রু। এক মাসের মধ্যে তোমাদের মৃত্যু, তৈরি হয়ে নাও। চিঠির নিচে রয়েছে একটি বন্দুকের ছবি এবং তা থেকে গুলি বের হচ্ছে। এমন দৃশ্য হাতে আঁকা। চিঠির শেষে বলা হয়েছে, তোমাদের যমদূত জঙ্গি ভাই, সিলেট বিভাগ।

চিঠিতে ঢাকা ও চট্টগ্রামের ১৭ জন সাংবাদিকের নামের তালিকা রয়েছে। ক্রমিক নম্বর দেয়া তালিকায় রয়েছেন- ১. পারভেজ খান, প্রথম আলো, ২. আহমেদ নূর, ব্যুরো প্রধান, প্রথম আলো, সিলেট বিভাগ, ৩. লিয়াকত শাহ ফরিদী, যুগান্তর সিলেট ব্যুরো প্রধান, ৪. আল আজাদ, স্টাফ রিপোর্টার, সংবাদ, ৫. অজয় পাল, সিলেট ব্যুরো প্রধান, বাংলাবাজার পত্রিকা, ৬. কামকাসুর রাজ্জাক রুনু, সিলেট ব্যুরো প্রধান আজকের কাগজ, ৭. সালাম মশরুর, স্টাফ রিপোর্টার, জনকণ্ঠ, ৮. চৌধুরী মুমতাজ আহমেদ, সম্পাদক দৈনিক শ্যামল, সিলেট, ৯. মতিউর বারী খুর্শেদ, স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক শ্যামল, সিলেট ১০. আবদুল মুকিত, বার্তা সম্পাদক, দৈনিক শ্যামল, সিলেট, ১১. আজিজ আহমেদ সেলিম, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, দৈনিক যুগভারী, ১২. তাপস দাশ পুরকায়স্থ, বার্তা সম্পাদক, যুগভারী, ১৩. ইখতিয়ার উদ্দিন, ভোরের কাগজ, সিলেট ১৪. পার্থ সারথি দাস, জেলা প্রতিনিধি, প্রথম আলো, ১৫. অপূর্ব ধর, সিলেট প্রতিনিধি, আজকের কাগজ, ১৬. বাপ্পা ঘোষ চৌধুরী, সিলেট অফিস প্রধান, ভোরের কাগজ, ১৭. এমএ রহিম, স্টাফ রিপোর্টার মানবজমিন।